গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নিবন্ধন পরিদপ্তর
১৪ নং আবদুল গণি রোড
ঢাকা-১০০০ ।

স্মারক নং- ৫৭২৮(৬১) তারিখঃ ২০/০৫/২০০৭ ইং

প্রেরকঃ- মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন,
বাংলাদেশ।

প্রাপকঃ- জেলা রেজিস্ট্রার..... (সকল)।

বিষয়ঃ সেল সার্টিফিকেট এর অনুলিপি রেজিস্ট্রীকালে ষ্ট্যাম্প শুল্ক আদায়ের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১৪/০৫/২০০৭ ইং তারিখের আর-৬/১এম-২/২০০৭/১৪৪ নং স্মারকে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সেল সার্টিফিকেট এর অনুলিপি রেজিস্ট্রীকালে স্ট্যাম্প শুল্ক আদায়ের বিষয়ে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩ ধারায় আইনের প্রাধান্য সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, "আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলীই কার্যকর হইবে"। উক্ত আইনের ৩৩ (৭) উপ-ধারা অনুসারে আদালতে কর্তৃক ডিক্রীদারের প্রার্থিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত সংক্রান্তে জারীকৃত সনদপত্র স্বত্বের দলিল হিসাবে গণ্য হইবে এবং আদালত উহার একটি অনুলিপি নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে প্রেরণ করিবে। উক্ত আইনের ৩৩ এর (৮) উপ-ধারায় বলা হইয়াছে যে, "বর্তমানে প্রচলিত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (৭) এর অধীনে জারীকৃত সনদপত্র বাবদ কোন কর বা রেজিস্ট্রেশন ফি আদায়যোগ্য হইবে না"।

অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩ ধারায় এই আইনের বিধানাবলী অন্যান্য আইনের উপরে কার্যকারিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়াও রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় সংক্রান্তে বর্তমানে যে বিধানাবলী থাকুক না কেন উক্ত আইনের ৩৩ এর (৮) উপ-ধারা প্রাধান্য পাবে। ১৮৯৯ সনের ১৭ ধারা অনুসারে সকল দলিল পত্র রেজিস্ট্রেশনের সময় বা পূর্বে শুল্ক আদায় হবে বলা হলেও এক্ষেত্রে উক্ত ধারা প্রযোজ্য হবে না। "এমতাবস্থায় অর্থ ঋণ আদালত আইনের ৩৩ এর (৭) উপ-ধারা অনুসারে আদালত কর্তৃক জারীকৃত সনদপত্রের অনুলিপি নিবন্ধনের জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সাব-রেজিস্ট্রী অফিসে প্রেরণ করলে তা কোন কর বা রেজিস্ট্রেশন ফি আদায় ব্যতীত নিবন্ধন করা সমীচীন হবে" মর্মে বিষয়টি তাহার অধীনস্থ সকল সাব-রেজিস্ট্রারকে অবহিত করণক্রমে প্রতিপালনের নির্দেশ দানের জন্য তাহাকে বলা হইল।

স্বাঃ/অস্পষ্ট
২০/০৫/২০০৭
(মোঃ মাসদার হোসেন)
মহা-পরিদর্শক, নিবন্ধন,
বাংলাদেশ।